দৈনক বাংলা

তারিখ ..14/9/78... ...
পৃষ্ঠা...5... ......কলাম...4... ...

255

কবি আজিজুর রহমান

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন। প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার আজিজুর রহমানের মৃত্যুতে আমরা একজন নিবেদিত-প্রাণ সাহিত্যসাধককে হারালাম। একালে গীতিকার হিসাবে সর্বাধিক খ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত হলেও, আজিজুর রহমান ছিলেন মূলতঃ কবি। কাব্যচর্চা দিয়েই তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরু, এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও অধিককাল তিনি একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। তাঁর এই দীর্ঘকালের সাধনায় আমাদের কাব্যসাহিত্য—বিশেষ করে গীতিকাব্য সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিতা এবং গান ছাড়াও, তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য ধরনের রচনা।

বিভাগ-পূর্বকালে—চল্লিশ বছরেরও অধিককাল আগে তাঁর কাব্যচর্চার শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ও তার পরবর্তী-পর্যায়ে কলকাতা মহানগরীর পটভূমিকায় তিনি সেকালে বহু কবিতা রচনা করেন এবং একজন আধুনিক কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। মূলতঃ রোমান্টিক

মানসপ্রবণতার অধিকারী হলেও, তাঁর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির পাশাপাশি বাস্তব জীবন-সমস্যার চিত্র এবং আধুনিক নগরজীবনের রূপও ভাষা পায়। তিনি নগর-জীবনের কৃত্রিমতা জটিলতা, ক্লান্তি এবং নাগরিক জীবন-সমস্যার রূপ ফুটিয়ে তোলেন। ১৩৫০-এর মহামন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তাঁর অনেক কবিতায় ক্ষুধিত ও নিরন্ন মানুষের মর্মান্তিক ছবিই তুলে ধরা হয়। এছাড়াও, বস্তির বাশিন্দা, রিকশাওয়ালা, কুলি-মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের আলেখ্য তিনি রূপায়িত করেন; সান্ধ্যশহর, মহানগরী, নৈশনগরী, ফুটপাথ, ফিরিওয়ালা, ...তের শ পঞ্চাশ, প্রভৃতি কবিতা একজন মানবতাবাদী কবিকেই চিনিয়ে দেয়।

সেকালে নবযুগ, নবশক্তি, আনন্দবাজার, মৃত্তিকা, সওগাত, অরণি, মাসিক মোহাম্মদী, আজাদ, বুলবুল, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী শনিবারের চিঠি এবং আরও বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আজিজুর রহমানের প্রচুর কবিতা। বিভাগ-পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যেমন ছন্দোবহ কবিতা লিখেছেন, তেমনি রচনা করেছেন গদ্যছন্দের কবিতা। বিভাগ পূর্বকালেই তাঁর ফ্রিভার্স অর্থাৎ গদ্যছন্দের 'আধুনিকী' কবিতা মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একালে তিনি প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক এবং দেশাত্মবোধক অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন। তাঁর বহু কবিতায় এই রাজধানী নগরীর রূপচিত্র এবং জনজীবন বিধৃত হয়েছে। খাজে দেওয়ানের গলি, রমনা, সোয়ারীঘাটের সন্ধ্যা বুড়ীগঙ্গার তীরে, সেকই রজনী, প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে এর পরিচয়। আজিজুর রহমান ছিলেন মূলতঃ গীতি কবি, এবং একালে গীতিকাব্য রচনায়ই তিনি অধিক নিবিষ্ট হন। তিনি দু'হাজারেরও বেশি গান রচনা করেন, এবং তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যাও কম নয়। দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের কন্ঠে গাওয়া তাঁর রচিত অনেক গান প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কবি আজিজুর রহমানের দুয়েকটি গীতি-সংকলন প্রকাশিত হলেও তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ এ যাবত প্রকাশিত হয়নি, যদিও 'পটভূমি' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপন দুই যুগ আগেই পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশিত হলে এই কবির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

তাঁর বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

—পর্যবেক্ষক